দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 AUG 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

১৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা

ছাত্রছাত্রীরা হল ছেড়ে যাচ্ছে ক্যাম্পাস শিবির কর্মীদের দখলে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৬ই আগষ্ট।—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি এখন উত্তেজনাকর। নিরাপত্তার কারণে রেল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গামী সাটল ট্রেন আজ থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্রী হলগুলো খালি হয়ে গেছে। সাধারণ ছাত্ররা হল ছেড়ে দিচ্ছে। শিবিরকর্মীরা ক্যাম্পাস দখল করে রেখেছে।

গতকাল ক্যাম্পাসে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচীতে বাধাদান ও হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু হয়েছে।

আজ সকালে সংগ্রাম পরিষদ কর্মীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে শিবিরকর্মীরা বাধা দেয়। তারা ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে গতকাল থেকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সংগ্রাম পরিষদ কর্মীরা সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রেলষ্টেশন ও ১নং সড়কে অবস্থান নেয়। সকাল

(শেষ পৃ: ৮-এর ক: দেখুন)

শিবির কর্মীদের দখলে

(১ম পাতার পর)

১০টায় প্রক্টর, ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। পরিষদ নেতৃবৃন্দ হলে হলে তল্লাশি করে অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী বহিরাগত ও বহিষ্কৃতদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়নসহ ৬ দফা দাবী কার্যকর করার আহ্বান জানান। সন্ধ্যায় পুনরায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে ক্যাম্পাসের বাইরে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। বৈঠক এখনও চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক জানান, পরিস্থিতি এখন খুবই ভয়াবহ। যেকোন সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ সন্ত্রাসের মুখে সম্পূর্ণ বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। তারা জানান, '৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বরের সশস্ত্র সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাস একটি বিশেষ উগ্রপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠীর দখলে রয়েছে এবং গত তিন বছরে তারা প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ওপর নির্যাতন চালায়। ২৫ বারেরও বেশী ধর্মঘট ডাকে।